যায়যায়দিন

তারিখ ১০ জুলাই ২০০৯
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

তবুও নামিদামি কলেজে ভর্তি সঙ্কট প্রকট হবে

এম মামুন হোসেন

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে জিপিএর (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) ভিত্তিতে কলেজে ভর্তির নীতিমালা প্রকাশ করলেও রাজধানীসহ দেশের নামিদামি কলেজে ভর্তিতে সংশয় কাটেনি জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের। প্রতি বছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বাড়লেও সেই তুলনায় বাড়েনি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এবার এসএসসি পরীক্ষায় রেকর্ডসংখ্যক জিপিএ-৫ পাওয়ায় ভালো কলেজে শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে এ সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ) সূত্রে জানা গেছে, দেশে ২৫১টি সরকারি কলেজসহ মোট কলেজ রয়েছে প্রায় ৩ হাজার ১৯৭টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে শীর্ষ অর্থাৎ 'এ' ক্যাটেগরির কলেজ আছে ৪২৪টি। বিভাগওয়ারি হিসাবে ঢাকা বিভাগে ৭৬৮টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৬৬টি, খুলনা বিভাগে ৪৮৮টি, রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৯৭টি এবং বরিশাল বিভাগে ২৫০টি এবং সিলেট বিভাগে আছে ১২৮টি কলেজ। শীর্ষে অবস্থান করছে এমন কয়েকটি কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, নটর ডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নূন কলেজ, রাউজক উত্তরা মডেল কলেজ, হলি ক্রস কলেজ, সেন্ট যোসেফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, বিএফ শাহীন কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলোতে হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ ভালো মানের রয়েছে। আর এ কলেজগুলোতে আসন রয়েছে মাত্র ১০ হাজার। আর এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬২ হাজার ৩০৭টি।

সোমবার ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তির নতুন নীতিমালা প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী এ বছর কোনো বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে কেবল শিক্ষার্থীর এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের

প্রতি বছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বাড়লেও সেই তুলনায় বাড়েনি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৪৩ পয়েন্ট ধরে ক্রমান্বয়ে ৪০ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ দেয়া হবে। নীতিমালায় আসন সঙ্কটের কথা বিবেচনা করে কলেজগুলোকে ভৌত অবকাঠামো ও শিক্ষক সংখ্যা অনুসারে নিজ নিজ কলেজের আসন সংখ্যা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের নবম বছরে এবারে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন বোর্ড সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, এবার সারাদেশে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬২ হাজার ৩০৭টি। এছাড়া উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর জিপিএ-৫ থেকে ৪-এর মধ্যে রয়েছে ২ লাখ ১৯ হাজার ৬৩৯ জন, জিপিএ-৪ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৩ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৩-এর মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার ৯০৪ জন, জিপিএ-৩ থেকে ২-এর মধ্যে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৯২ জন এবং জিপিএ-২ থেকে ১-এর মধ্যে ১০ হাজার ৮৯৩ জন।

ভালো কলেজগুলোতে এমনিতেই ভর্তির সঙ্কট রয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল মূল্যায়নের পর এবার রেকর্ডসংখ্যক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। রাজধানীসহ বড় শহরের নামিদামি কলেজগুলোতে তাই জিপিএ-৫ পেয়েও শিক্ষার্থীরা প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় কলেজগুলোতে সঙ্কট সমাধানে ভালো কলেজগুলোতে ডাবল শিফট চালু এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে বেশিরভাগ কলেজের অধ্যক্ষ ওই মতবিনিময় সভায় আসন সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে মত দিলেও ডাবল শিফট চালু করার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তাই ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ এবার সোনার হরিণ হবে।